[redacted]

[redacted]

ও সুতা পছন্দ না হওয়ার অজুহাতে শুন্য হাতে বাড়ি ফিরছেন।

তাদের পছন্দ ভারতীয় নায়িকা পুষ্পার পোশাক। বাজারে আমদানীও বেশ। সামনে সপ্তাহে পরিবারের লোকজনকে নিয়ে কেনাকাটা করবেন বলে জানান তিনি।

স্কুল ছাত্রী নুসরাত জামান জানায়, পুষ্পার একটি ড্রেস পছন্দ হয়েছিল। অনেক বেশি দাম তাই নেয়া হচ্ছেনা। নতুন পোশাক পাওয়া গেলেও দাম হাকছেন বেশি। অনেকেই কেনা দামের দ্বিগুন দাম চাইছে তাই ব্যবসায়ীদের ওপর আস্থা হারিয়ে গেছে। যা কিনবো তা যাচাই করেই কিনবো ।

গাড়াডোব গ্রামের স্কুল ছাত্র তোহিদুল জানায়, কাচা বাদাম প্যান্ট কিনবো বলে বাজারে এসেছিলাম। অনেক দাম চাইছেন। বাজারের একটি পোশাকের দোকানেও মুল্য তালিকা টাঙ্গানো নেই। আমরা দামের ব্যাপারে অনেকটাই হতাশ।

এদিকে বেশ ক’জন কলেজ শিক্ষার্থীও বাজারে ঘুরছেন। পরখ করে দেখছেন হরেক রকম ডিজাইনের পোষাক।

রকি গার্মেন্টেস এর মালিক রকি জানান, মেয়েদের পুষ্পা,আর ছেলেদের কাচা বাদাম পছন্দ। সম্প্রতি ফেসবুক ভাইরাল হওয়া ভারতের ভুবন বাদ্যকরের গায়ে থাকা পোশাকের আদলে তৈরী করা হয়েছে পোশাক। যার নাম দেয়া হয়েছে ‘কাচা বাদাম’।

অনেকেই এ পোশাক নেয়ার জন্য দোকানীদের কাছে আগেই বায়না দিয়েছেন। তবে বাঙ্গালী নারীদের চিরায়িত পোশাক শাড়ীর চাহিদা আগের মতই। নববর্ষে লাল পাড়ে সাদা শাড়ী অথবা গ্রামীণ কারুকার্য খচিত ডিজাইনের শাড়ী বেচা বিক্রি হলেও এবছর তা হচ্ছেনা।

গাংনীর জামান গার্মেন্টেসের মালিক জামান জানান, রোজা শুরুর আগের সপ্তাহে বেচা বিক্রির একটি ঝুল তোড় গেছে। রোজার দশ দিন হলো বাজারে ক্রেতা নেই। যারা আসছেন তারা পরে কিনবেন বলে ফিরে যাচ্ছেন। তবে তাদের আর দেখা মিলছেনা।

অনেকেই গ্রামের দোকান থেকেও কেনাকাটা সারছেন। জামান আরো জানান, ব্যবসা এমনই। আজ ক্রেতা না থাকলেও কাল হবে। ২০ রোজার পর বেচা কেনার চাপ বাড়তে পারে বলেও আশায় বুক বেঁধে আছেন তিনি। মেহেরপুর ও গাংনীর শহর ঘুরে দেখা গেছে বিপনী বিতানের একই চিত্র।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি স্বপন জনান, দীর্ঘদিনের বিধি নিষেধের পর এবার মাহে রমজান শুরু হয়েছে। মাত্র দশদিন হয়েছে। এখনো অনেক সময় সামনে। রমজানের মাঝামাঝিতে বাজার জমে উঠবে।

ব্যবসায়ীরা এখন অলস সময় পার করলেও কয়েকদিন পর দোকানে দাঁড়ানো যাবেনা। তবে ক্রেতাদের সাথে বেশি মুল্য না নিতে পারে সে ব্যাপারে সকলকেই অবহিত করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, প্রচন্ড গরমে দিনের বেলায় ক্রেতা না থাকলেও সন্ধ্যার পর পোশাকের দোকানে ভীড় হয়। ক্রেতা সাধারণ ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি করতে বলা হয়েছে।

পুলিশ সার্বক্ষনিক টহল দিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা পোশাকের দাম অনেক বেশি চাইলে আমার কাছে অভিযোগ করার সুযোগ রয়েছে। তবে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই বাজার মনিটরিং কার্যক্রম শুরু হবে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে আমঝুপিতে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পহেলা বৈশাখ ১৪২৯ বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়েছে।

দিনব্যাপি র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাংলা নববর্ষ কে নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা। নববর্ষ উপলক্ষে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সকাল ৯টার সময় র্যালি, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভার সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাফিজুজজামান, আরো ছিলেন সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, শরিফ আহমেদ, বশির আহমেদ, রাফিউল ইসলাম, ফারাহ হোসেন লিটন, আলহাজ উদ্দীন, হাবিবুর রহমান, আসাদুল হক, শাহানাজ পারভীন, শাজেদা বানু, নারগিজ চৌধুরী।

অপরদিকে নানা আয়োজনে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও আমঝুপি গন্ধরাজপুরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলী, সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসান মোঃ কামরুদ্দোজা (পরাগ)।

গন্ধরাজপুরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী, মোঃ আব্দুল করিম, মোঃ আশিক রেজা, মোঃ ওমর ফারুক লিটন, মোঃ জাহির চঞ্চল, মোঃ সোহেল রানা, মোঃ মিকাইল।

মেহেরপুরে ইমাম সমিতির সদকাতুল ফিতরা নির্ধারণ

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে সদকাতুল ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে।এবার মেহেরপুর জেলায় জনপ্রতি ফিতরা ৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কেউ যদি যব দিতে চাই সেক্ষেত্রে ৩ শত টাকা, কিসমিস ১ হাজার ৫৫ টাকা, খেজুর ১ হাজার ৯৮০ টাকা, পনির ১ হাজার ৩১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে হোটেল বাজার জামে মসজিদে, জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে আলোচনা সভা শেষে সদকাতুল ফিতরা নির্ধারণ করা হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা সভাপতি মাওলানা রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সাধারণ

সম্পাদক মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিন, সদর উপজেলা সভাপতি মাওলানা সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাসির উদ্দিন সহ অন্যান্য ইমাম গণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে মুজিবনগরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন হয়েছে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গন থেকে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়ে মুজিবনগর উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুনুর রশিদ, মোনাখালি ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান রবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম সহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

বর্ণিল আয়োজনে নানা কর্মসূচীতে গাংনীতে পালিতহয়েছে পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ-১৪২৯)।
গাংনীউপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায় ছিল নানা রং আর রুপবৈচিত্রের সমাহার।বাদ্যেরতালে তালে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের খন্ড খন্ড মিছিলে যেনো নব প্রস্ফুটিত হয়েছিলগাংনী উপজেলা শহর।
সকাল১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গলবার শোভাযাত্রা বের হয়েউপজেলা শহরের প্রধান-প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে।
মঙ্গলশোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী সাধারণসম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, বিশিষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিকসংগঠক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির প্রতিনিধিআওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিকমেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার আব্দুল-আল মারুফ।
এছাড়া মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন, গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুহা. মনিরুল ইসলাম, গাংনীসরকারী পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু, গাংনী পাইলটস্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন, সন্ধানী সংস্থার পরিচালক মহা. আবু জাফর, গাংনী(বাঁশবাড়ীয়া) টেকনিক্যাল এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের আবুল কালাম আজাদ স্বপনসহ সরকারেরবিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।
পরে সকাল ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হলো পহেলা বৈশাখ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক পহেলা বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ। আজ সকাল ৯ ঘটিকায় সময় মঙ্গল শোভাযাত্রা ও ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ দিনের শুরুতেই পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে দিনের প্রথম কর্মসূচি শুরু হয় ৷ উপজেলা চত্বর থেকে হসপিটাল মোড় হয়ে হরিণাকুন্ডুর বল ফিল্ডে এসে শেষ হয় ৷ পরবর্তীতে লাঠিখেলা, ঐতিহ্যবাহী হরিণাকুন্ডুর গরুর গাড়ি, পালকি ও বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন খুশি তেমন সাজে সজ্জিত ছিল ৷বর্ণাঢ্য এই আয়োজন শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ বিতরণ করা হয় ৷

উক্ত অনুষ্ঠান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সুস্মিতা সাহার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় ৷ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন, সহকারি কমিশনার ভূমি জনাব সেলিম আহমেদ, থানা অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, জোড়াদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম (বাবু মিয়া) কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব শরাফৎ দৌলা ঝন্টু, দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব একেএম আজাদ,প্রেস ক্লাব সভাপতি এম.সাইফুজ্জামান তাজু সহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ও হরিণাকুণ্ডু প্রেস ক্লাবের প্রিন্ট মিডিয়া এবং সাংবাদিক ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন ৷

ঝিনাইদহ শৈলকূপা উপজেলা বগুড়া ইউনিয়নে এই প্রথম নববর্ষ মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ শৈলকূপা উপজেলা বগুড়া ইউনিয়ন এই প্রথম ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষ ১৪২৯” এর মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বিশ্বব্যাপী সব বাঙালির মৈত্রী, সম্প্রীতি ও চেতনার ঐক্যসূত্রের জাগরণের দিন বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ। জাগতিক নিয়মের পথ পরিক্রমায় বছর শেষে আমাদের মধ্যে আবার এসেছে নতুন বছর ১৪২৯ বঙ্গাব্দ। নতুন বছর সকলের জীবনে সুখ-শান্তি বয়ে আনুক এ কামনা করে আজ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা।

উক্ত মঙ্গল শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব শফিকুল ইসলাম শিমুল, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা নাট্যকার ও জনসাধারণবৃন্দ।

পরিশেষ চেয়ারম্যান জনাব শফিকুল ইসলাম শিমুল বলেন বগুড়া ইউনিয়ন বাসির শান্তি শৃঙ্খিলা বজায় রাখার জন্য কাজ করবে,।

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্নাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে মঙ্গল

শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস,অতিরিক্তি পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আসাদুজ্জামান, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাজমুল হুদা, জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এছাড়াও মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে। এসময় তারা বর-বধু, জেলে, কৃষক, সাপুড়ে সহ বিভিন্ন ধরনের সাজ সেজে মঙ্গল শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করে।

পরে জেলা প্রশাসন চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন সঙ্গীত ও কবিতা পরিবেশন করে জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মন জয় করে নেয়।

পরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জেলা শিশু একাডেমীর কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ

গাংনী উপজেলা শহরের ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ

করেছেন।

এরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের থানাপাড়া এলাকার মৃতু ইব্রাহিম জোয়ার্দ্দারের ছেলে হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব (২৫) সাইদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের ছেলে সাগর হোসেন (১৯) ও ৯ নং ওয়ার্ডের মনিরুল ইসলাম মনির ছেলে রকি হোসেন (৪০)।

বুধবার তারা আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল বেলা সোয়া ১ টার দিকে এসব আসামীরা গাংনী মাদ্রাসা মার্কেটের বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের মালিক আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। এতে রবিনের মাথায় আঘাঁত লাগে। এছাড়া শরীরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়। স্থানীয়রা আনোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এঘটনায় রবিনের বড় ভাই জুবায়ের হোসেন উজ্জল বাদী হয়ে গাংনী থানায় এসব আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।
ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় গাংনী বাজারে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

বাজার কমিটির পক্ষ থেকে হামলাকারীদের আটকের ব্যাপারে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দেন। পুলিশ তাদের আটকে ব্যাপক তৎপরতা চালালে অবশেষে আসামীরা আদালতে আত্মসম্পর্ণ করেন।

গত ১০ এপ্রিল গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে গোলযোগের মধ্যে হাবিবুর রহমানের বড় ভাই সাবেক সেনা সদস্য মহিবুল ইসলামকে গণপিটুনি দিয়েছিলো প্রতিপক্ষরা। এঘটনার জের ধরেই প্রতিশোধ নিতে ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করেন তারা।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে সিআইজি সদস্যদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেনারি হাসপাতালের উদ্যোগে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় সিআইজি সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদর্শণীর উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল দশটায় উপজেলা পরিষদ মঞ্চে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার গোলাম মোস্তফা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, খামারিরা দেশের আমিষের চাহিদা পূরণে ভুমিকা রাখছে। আজকে ভারতীয় গরুর প্রয়োজন হচ্ছে না। দেশের খামারিরা গরু পালন করে চাহিদা মেটাচ্ছেন। ছাগল হাঁস মুরগি পালন করে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে।

তিনি বলেন, সরকার এ খাতের উন্নয়নে প্রাণী সম্পদ অফিসের মাধ্যমে নিরলস ভাবে কাজ করছেন। খামারিদের জন্য সরকার করোনা কালিন সময়ে প্রণোদনা দিয়েছে।

প্রণোদনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, অতিরিক্ত প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ শরিয়তউল্লাহ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আবদুল্লাহহিল কাফি। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারন কর্মকর্তা বায়োজিত খন্দকার,বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন, হাবিবুর রহমান,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, খামারিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইব্রাহিম আলী, মোছা রওশন আরা খাতুন, আলম হোসেন, বদরুল আলম, তানিয়া খাতুন, মজিরন খাতুন, মর্জিনা খাতুন,

রোকেয়া খাতুন, আবুল কাশেম, লিয়াকত আলী প্রমুখ।